শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দাশগুপ্ত

জ্যৈষ্ঠ
১৩৪০

উপহার

আমার পরমারাধ্যা জেঠীমা অন্নপূর্ণা দেবীর
পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে :—

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি ভারতের সে স্বর্ণ যুগের পুণ্যশীলা মহীয়সী মহিলা 'উভয়ভারতীর' জীবনকথা উদ্ধারের চেষ্টা মাত্র।

ভারতের অতীত গৌরবের সমাধি স্তূপে সন্ধান করিয়া যে দু চারিটি মহামূল্য মণিকণা কুড়াইয়াছি, তাহা আমাদের তরুণপ্রাণ বালক বালিকাগণকে হস্তে তুলিয়া দিবার প্রয়াস পাইতেছি।

এই কাহিনী পড়িয়া তাহাদের মধ্যে কাহারো প্রাণ যদি সে পুণ্য স্মৃতির তর্পণের জন্য শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠে,—আমার এ চেষ্টা সার্থক মনে করিব।

পূজনীয় পণ্ডিত হরিদেব শাস্ত্রী মহাশয় প্রণীত "ভারতের শিক্ষিত মহিলা" নামক উপাদেয় পুস্তক হইতে এই গ্রন্থখানি প্রণয়নে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি, এই জন্য তাঁহার নিকট চির ঋণী রহিলাম। ইতি—

—গ্রন্থকার

উভয়ভারতী

—এক—

বিন্ধ্যাচলে যে অশ্রান্ত বর্ষা নামিয়াছে, সে সংবাদ আজ সুবর্ণভদ্রার জলপ্রবাহ বহন করিয়া আনিয়াছে;···দুইটি কূলের বিস্তীর্ণ বালুকা বিস্তারকে জ্বালাইয়া, পুড়াইয়া, এতদিন যে নির্দ্দয় নিদাঘ, তার তপ্ত রৌদ্রের রুদ্রলীলা খেলিতেছিল, আজ শ্যাম বরষার স্নিগ্ধ, সজল পরশে তা জুড়াইয়া গিয়াছে।—সুবর্ণভদ্রা আবার কূলে কূলে পূর্ণ হইয়া, উচ্ছল নৃত্যের তালে তালে, কুলু কুলু ধ্বনি তুলিয়া বর্ষার আগমনী গাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

তখন সন্ধ্যা।···সুবর্ণভদ্রার চপল ঊর্ম্মিচঞ্চল বক্ষঃখানিকে স্বর্ণ সিন্দূরে মিনে করিয়া সায়াহ্ন-সূর্য্য দিগন্তের বেণুকুঞ্জের তিমির-আড়ালে ধীরে ধীরে ঢলিয়া পড়িতেছে,—অনন্ত নীলাম্বরে, লঘু

মেঘখণ্ডের ফাঁকে ফাঁকে, দুই একটা নক্ষত্র ঝিক্ ঝিক্ করিয়া উঠিতেছে।—পলাশ বনের পল্লবে পল্লবে পাখীরা আর অশ্রান্ত কাকলী তোলে না,—শুদ্ধ সুদূর গহনচারী দু একটা পাপিয়া অলস কণ্ঠে গাহিয়া, গাহিয়া নীড়ে ফিরিয়া চলিয়াছে।

প্রকৃতির এই সুন্দর, মৌন মুগ্ধ সৌন্দর্য্যসমাগম-মধ্যে একটি কিশোরী বালিকা, সুবর্ণভদ্রার নির্জ্জন তটে একখানা উপলখণ্ডের উপর বসিয়া, তার আরক্ত চরণ দুটি দিয়া, তটাপহত ঢেউগুলির সঙ্গে জল কেলী আরম্ভ করিয়াছে।—দুটি চঞ্চলচপল চরণ সঞ্চালনে ঢেউয়ের নৃত্যভঙ্গে,—দুটি রক্তাভ স্বর্ণকমল যেন ক্ষণে ক্ষণে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে।

বালিকার বয়স তখনো পঞ্চদশ বৎসর অতি-ক্রম করে নাই,...রক্তকমলরাগরঞ্জিত কপোল দুটিতে সবে মাত্র কিশোরের লাবণ্য ফুটিয়া উঠিতেছে।—বর্ণ উজ্জ্বল গৌর,—প্রভাতের সন্থ-বিকশিত শিশিরস্নাত চম্পকের মত।

স্রোতজলে একটা প্রস্ফুটিত স্থলপদ্ম ভাসিয়া

যাইতেছিল, বালিকা ফুলটিকে ধরিবার জন্য যখন হাত বাড়াইয়া দিতেছিল, তাহাকে সচকিত করিয়া অদূর হইতে একজন প্রৌঢ় বলিয়া উঠিলেন,—

"নিয়নে মা!—ফুলটা হয়ত কারও পূজার নিরেদন। যে দেবতার উদ্দেশে পূজারী অর্ঘ্য দিয়াছে,তাঁর কাছেই এই অনন্ত জল প্রবাহে ভেসে যাক।"

বালিকা মুখ তুলিয়া চাহিল।—একটা সলজ্জ, স্বচ্ছ হাসির রেখা, চকিতে তার আরক্ত অধরে ফুটিয়া উঠিল। বালিকা বলিল, :—

"সুবর্ণভদ্রার এই জল প্রবাহ কি পূজারীর উপাস্য দেবতার চরণপ্রান্তে পৌঁছেছে বাবা?"

"এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যে, সে দেবতার চরণারবিন্দের সঙ্গে লয় হওয়ার জন্য ছুটে চলেছে, সে প্রলয় তত্ত্ব আজ তোমায় বুঝিয়ে দেব মা! সূর্য্য অস্ত গেছে, গৃহে এস।"

পিতার স্নেহময় আহ্বানে বালিকা উঠিয়া দাঁড়াইল।

বালিকার নাম উভয়ভারতী।—প্রৌঢ় তাহারই পিতা বিষ্ণুমিত্র। বিহার প্রদেশের সুবর্ণভদ্রার তটপ্রান্তেই তাঁহাদের ক্ষুদ্র কুটীর খানি।

বিহারের সে ছোট পল্লীটিতে যে কয় ঘর ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, বিষ্ণুমিত্র তাঁহাদের মধ্যে সম্পদে নিতান্ত সমৃদ্ধ না হইলেও পাণ্ডিত্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার বিপুল বিদ্যার খ্যাতি আর্য্যাবর্ত্তের সমস্ত বিদ্বত্তম ব্যক্তিগণ সম্মানের সহিত স্মরণ করিতেন।

বিষ্ণুমিত্র অশেষ যত্নে তাঁহার এই প্রাণ-প্রিয়া কন্যাটিকে অতি শৈশবেই নানা শাস্ত্রে বিদুষী করিয়া তুলিয়াছিলেন। পঞ্চদশ বর্ষ উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই উভয়ভারতী, কমলাসীনা, বীণাপাণি দেবী ভারতীর মত সর্ব্ব শাস্ত্রে সুনিপুণা হইয়া উঠিয়াছিলেন।—বেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষে তাঁহার অগাধ জ্ঞান, অপূর্ব্ব প্রতিভা, ও দেহের অম্লানশ্রী দেখিয়া লোকে সসম্ভ্রমে বালিকাকে দেবী সরস্বতী বলিয়া বন্দনা করিতে লাগিল।

পিতা পুত্রী যখন গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, তখন সন্ধ্যার শ্যামিকাকে উজ্জ্বল করিয়া আকাশ ভরিয়া তারা ফুটিয়াছে। বালিকার নিত্য কর্ম্ম ছিল—তুলসী মূলে প্রদীপ জ্বালা। আজ তার সে কার্য্যে বিলম্ব হওয়ায় বালিকা একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি গৃহে প্রবেশ করিয়া জ্বলন্ত শিখা প্রদীপ হস্তে ফিরিয়া আসিল।

বালিকা যখন গলবস্ত্রে তুলসী মঞ্চে প্রদীপ রাখিয়া করজোড়ে প্রণাম করিল,—মৌনস্তব্ধ বিষ্ণুমিত্র কি তখন তাঁহার তুলসীতলায় স্বর্গের সৌন্দর্য্য-স্বপ্নে ভোর হইয়াছিলেন ?

———o———

—দুই—

গাছে, গাছে স্বুবর্ণ দ্রব ঢালিয়া দিয়া সবে মাত্র প্রভাত জাগিয়াছে। পণ্ডিত বিষ্ণুমিত্র সন্ধ্যাবন্দনা শেষ করিয়া দেব মন্দিরের সোপান তলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন,—হঠাৎ তাঁহাকে চমকিত করিয়া গম্ভীর উদাত্ত স্বরে সাম-স্তোত্র ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। তিনি চোখ তুলিয়া চাহিতেই দেখিতে পাইলেন,—সম্মুখে তাঁহার,—অপূর্ব্ব তেজস্বী এক ব্রহ্মচারী।—ব্রহ্মচারীর মস্তকে সুদীর্ঘ জটাজাল, কপালে ভস্ম লেখা, পরিধানে গৈরিকাম্বর। বিষ্ণুমিত্র হঠাৎ অভিভূতের মত হইয়া এই শান্ত, সৌম্য, দেবপ্রতিম পুরুষকে সসম্ভ্রমে প্রণাম করিলেন।

ব্রহ্মচারীর কণ্ঠের সামচ্ছন্দের মধুর ঝঙ্কার বিষ্ণুমিত্রের অন্তঃপুরেও পৌঁছিয়াছিল। বিষ্ণুমিত্রের সহধর্ম্মিণী মন্দ্রা, কন্যা উভয়ভারতীকে লইয়া উৎসুক চিত্তে বহির্বাটীর প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

ব্রহ্মচারীর স্তোত্র তখনো শেষ হয় নাই; তিনি যখন উভয়ভারতীর পানে চাহিয়া দেখিলেন,— তাঁর চোখ করুণায় হঠাৎ ছল ছল করিয়া উঠিল। তিনি তাঁহার কল্যাণভরা কর দুটি বালিকার মস্তকের উপর স্থাপন করিয়া আশীর্ব্বাদ মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন।

মন্দ্রা আসিয়া যখন তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, ব্রহ্মচারী বলিলেন—"মা! আশীর্ব্বাদ করি তোমাদের কল্যাণ হোক। তোমাদের এ অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিতা কন্যার মত সৌভাগ্যবতী বালিকা আমার আর চোখে পড়ে নি;—কিন্তু মা, এর ললাটে সন্ন্যাস যোগ লেখা।"

ব্রহ্মচারীর মুখে কন্যার ভবিষ্যৎবাণী শুনিয়া বিষ্ণুমিত্র ও মন্দ্রা একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। করজোড়ে কন্যার করকোষ্ঠি দেখিবার জন্য তাঁহারা ব্রহ্মচারীর নিকট সবিনয় নিবেদন জানাইলেন।

বালিকার আরক্ত পদ্ম পর্ণের মত করপল্লব তুলিয়া ধরিয়া ব্রহ্মচারী নিতান্ত অভিনিবেশ সহ-

কারে দেখিতে লাগিলেন। তারপর ঈষৎ স্মিত হাস্যে বলিলেন—

"মা, এর ললাটে রাজসৌভাগ্য যোগ,—এর পতি হবেন বিশ্ববিখ্যাত বিদ্বান, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি, কিন্তু মা!"—

মন্দ্রা উৎকণ্ঠিত চোখে ব্রহ্মচারীর মুখের পানে চাহিলেন, ব্রহ্মচারী বলিতে লাগিলেন—

"কিন্তু মা! এর পতি, ভারতবিখ্যাত এক যতির সঙ্গে শাস্ত্র তর্কে পরাজিত হয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ কর্ব্বেন।"

বিষ্ণুমিত্র শুধালেন—"উপায় ?"

"উপায় নেই, বিধিলিপি কেউ খণ্ডন কর্ত্তে পারে না।"

বিষ্ণুমিত্রের চোখে মুখে বিষাদের ছায়া নিবিড় হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া ব্রহ্মচারী বলিতে লাগিলেন,—

"আপনার মত পণ্ডিত জনের এই জন্য কাতর হওয়া উচিৎ হয় না। সন্ন্যাসীর সহধর্ম্মিণী হওয়া যে

পরম সৌভাগ্যের কথা।—মা জগজ্জননী উমা স্বয়ং সন্ন্যাসী ভোলানাথের গৃহিণী। এমন লক্ষ্মী,সরস্বতী-সমা কন্যা আপনার ঘরে জন্ম নিয়েছে এই জন্য আপনার গৌরব করা উচিৎ।"

কথা সমাপ্ত করিয়াই ব্রহ্মচারী উদাত্ত সাম ঝঙ্কারে দশ দিক মুখরিত করিয়া চলিয়া গেলেন।

ব্রহ্মচারীর কথায় নিতান্ত ব্রীড়ানম্রা বালিকা উভয়ভারতী, মাতার বুকে মাথাটি গুঁজিয়া তাহার দুটি সুললিত বাহু দ্বারা মাতাকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া রহিলেন।

স্নেহের আতপ্ত স্পর্শে বিহ্বলা মা মন্দ্রা, কন্যার মস্তকের উপর ঘন ঘন হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন।

নানা চিন্তায় বিষ্ণুমিত্রের ললাটের রেখাগুলি কুঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল।—তিনি মন্দ্রাকে ডাকিয়া নিয়া নিভৃতে চলিয়া গেলেন।

—০—

—তিন—

সেদিন বসন্তের প্রথম প্রভাতে দেবদারুর সবুজ কিশলয়ে কিশলয়ে নবীনতার পুলক স্পন্দন জাগিয়াছে,—কুয়াসার আড়ালে নব মল্লিকার যে কুঁড়িগুলি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, আজ পাপিয়ার অশ্রান্ত ঝঙ্কারে তারাও জাগিয়া চোখ মেলিয়া চাহিয়াছে, প্রজাপতিরা তাদের টুকটুকে দেহের উপর বিচিত্র বর্ণের উত্তরীয় উড়াইয়া বসন্তোৎসবের নিমন্ত্রণে পুষ্পোদ্যানে ভিড় লাগাইয়াছে। দিক-চক্রবালে তরুণ সূর্য্য আজ কুহেলিকার আবরণ ছিন্ন করিয়া বসন্ত উৎসবের আয়োজনে সোণার রঙে বনানীর শ্যাম শোভাকে অভিষিক্ত করিয়া দেছে।

প্রভাতের এই নব মহোৎসবের মধ্যে, বিষ্ণুমিত্র একখানা সাজি হস্তে উদ্যানে পুষ্পচয়ন করিতেছিলেন। ঋতুনাথের এই মধু অভিযানে বিষ্ণুমিত্রের প্রাণখানিও আজ যেন একটু আনমনা হইয়া

পড়িয়াছে,—তিনি প্রস্ফুটিত স্থলপদ্মের পানে চাহিয়া, চাহিয়া সে অতীন্দ্রিয় সুন্দরের ধ্যানে যেন তন্ময় হইয়া পড়িতেছেন।

বিষ্ণুমিত্রের পুষ্পচয়ন তখনো শেষ হয় নাই, তিনি ঝরা বকুল গুলি বাছিয়া বাছিয়া সাজিতে রাখিতেছিলেন, এমন সময় ঘটক গোবিন্দ আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল। বিষ্ণুমিত্র ফুলের সাজি খানি একটা শেফালি শাখায় দোলাইয়া রাখিয়া গোবিন্দকে আশীর্ব্বাদ করিয়া স্মিতহাস্যে বলিলেন—"গোবিন্দ! সংবাদ কি?"

গোবিন্দ। সংবাদ শুভ।

বিষ্ণুমিত্র। কি রকম?

গোবিন্দ। আজ্ঞে একটা অতি সুপাত্রের সন্ধান পেয়েছি।

বিষ্ণুমিত্র। কোথায়?

গোবিন্দ। রাজ গৃহে।

বিষ্ণুমিত্র। রাজ গৃহে?

গোবিন্দ। আজ্ঞে হাঁ। রাজ গৃহের পণ্ডিত

হিমমিত্রের নাম বোধ হয় আপনার অজ্ঞাত নয়? —তাঁর পুত্র মণ্ডন মিশ্র। ছেলেটি রূপে যেমন অনবদ্য, সর্ব্ব শাস্ত্রেও তেমন সুপণ্ডিত, তার উপর অতুল ঐশ্বর্য্য;—দেবী কমলা ও সরস্বতী তাঁহার গৃহে ও কণ্ঠে যেন বন্দিনী হইয়া আছেন।

বিষ্ণু। এই সম্পর্কে কি তুমি পণ্ডিত হিম-মিত্রের সঙ্গে কিছু আলাপ করেছিলে?

গোবিন্দ। মা ভারতীর নাম উল্লেখ করে কিছু করি নি। তাঁর কি অভিপ্রায় পূর্ব্বে না জেনে কেন আমরা আমাদের আত্মমর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ কর্ত্তে যাব? তবে এইটুকু জেনেছি যে তিনি কাঞ্চন-কৌলিন্য হতে রূপ গুণের কৌলিন্যকেই সম্মান করেন।

বিষ্ণু। যদি রূপ, গুণ, ঐশ্বর্য্য,—সব একসঙ্গে পাওয়া যায়?

গোবিন্দ। এ ভারতবর্ষে মা ভারতীর মত কে এখন অতুল বিদ্যার অধিকারিণী?—কোন্ বিদুষী কন্যা রূপে বৈকুণ্ঠের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীকে পরাস্ত

কর্ত্তে পারে? আপনি চিন্তা কর্ব্বেন না। হিমমিত্র পণ্ডিত লোক, তিনি ঐশ্বর্য্যের প্রলোভনে কখনো রূপ গুণের অমর্য্যাদা কর্ব্বেন না।

সুপাত্রের এ শুভ সংবাদ শুনিয়া বিষ্ণুমিত্রের বুকের তলে আনন্দ জাগিল বটে কিন্তু তাঁর কপালেও চিন্তার দুই একটা ক্ষীণ রেখা টানিয়া গেল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন।—

"এত রূপ, এত বিদ্যা, এত ঐশ্বর্য্য!—এমন সুপাত্র কি তাঁর মত দরিদ্রের কন্যাকে বরণ কর্ত্তে হস্ত প্রসারিত কর্ব্বে?

আবার যখন কন্যার কথা মনে করেন, তাঁর হৃদয় আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠে।—"এমন সুকুমার বয়সে এত বিদ্যা কার? কে একটা সদ্য বিকশিত যূথিকার মত এমন নির্ম্মল রূপের অধিকারী?" আশা নিরাশায় বিষ্ণুমিত্রের চিত্তখানি দুলিতে লাগিল। তিনি গোবিন্দকে সঙ্গে করিয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

—o—

—চার—

গৃহিণী মন্দ্রা দেব মন্দিরের দাওয়ায়,—যেখানে বসিয়া কন্যা উভয়ভারতীর চূর্ণ কুন্তলরাজি বেণীবদ্ধ করিয়া দিতেছিলেন, সেখানে বিষ্ণুমিত্র পুষ্প ডালা হস্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্বামীকে হঠাৎ আসিতে দেখিয়া মন্দ্রা বিস্মিত চোখে তাঁহার পানে চাহিয়া দেখিলেন। বিষ্ণুমিত্রের দৃষ্টি প্রসন্ন, অধরে হাসির আনন্দ স্ফূর্ত্তি! তিনি যে কথাটি বলিবার জন্য আসিয়াছিলেন, কন্যাকে দেখিয়া সে কথাটি না বলিয়া হঠাৎ থামিয়া গেলেন, কিন্তু তিনি যে বলি বলি করিয়া কথা বলিতে পারিতেছেন না তাঁহার চোখ মুখের ভাব দেখিয়া মন্দ্রা তাহা বুঝিতে পারিলেন। তিনি উভয়ভারতীর বেণী বন্ধন তাড়াতাড়ি শেষ করিয়া, কন্যাকে বিদায় দিয়া স্বামীকে নিরিবিলিতে ডাকিয়া লইয়া গেলেন।

বিষ্ণুমিত্র যখন গোবিন্দ ঘটকের আনীত পাত্রের সংবাদ মন্দ্রাকে সম্যক অবগত করাইলেন, মন্দ্রা আনন্দ আবেগে অধীরা হইয়া উঠিলেন। তিনি যুক্ত করে একবার ঊর্দ্ধপানে চাহিয়া শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলেন, তারপর স্বামীর চরণে ঢিপ করিয়া একটা প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন—

"আর্য্য! আপনি মনে কোনও দ্বিধা আন্‌বেন না। হিমমিত্র পণ্ডিত লোক, তাঁর পুত্রেরও অগাধ বিদ্যা বলে আপনি কীর্ত্তন কর্লেন; তেমন মহানুভব ব্যক্তিরা কি সোণা-রূপোর সঙ্গে আমার উভয়ভারতীর পরিমান কর্ব্বেন? আপনি কিছু ভাব্‌বেন না, —ঘটক গোবিন্দকে পাঠিয়ে দিয়ে কথা সঠিক করে ফেলুন। তাঁরা আমার সরস্বতী সমা কন্যার সম্যক পরিচয় পেলে কখনো প্রত্যাখ্যান কর্ব্বেন না।"

উভয়ভারতী যাইবার সময় পিতার হস্ত হইতে পুষ্পডালা লইয়া গিয়াছিল, সে দেব মন্দিরে সাজি রাখিয়া, একগাছি হরিদ্রা বর্ণের সূত্র দিয়া নবমল্লিকার

মালা গাঁথিতেছিল, আর মাঝে মাঝে তার আয়ত পদ্মপলাশ নয়ন দুটি তুলিয়া পিতা মাতার আগমন আশায় চাহিয়া দেখিতেছিল। হঠাৎ পিতা মাতার কি গোপন পরামর্শ চলিতেছে এই জন্য কিশোরী বালিকার কোমল চিত্তখানি একটু উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিল।—তার জীবনের পঞ্চদশ বৎসরের ক্ষুদ্র ইতিহাস টুকুর মধ্যে এমন করিয়া তাহাকে বাহিরে ঠেলিয়া দিয়া পিতা মাতা কখনো চলিয়া যান নাই, বালিকা এই জন্য বড় ভাবিতেছে এবং মাঝে মাঝে আন্‌মনা হইয়া পড়িতেছে। তাহার এই অন্যমনস্কতার মধ্যে সে মালা গাঁথিতে ভুল করিয়া ফেলিয়াছে।—শুভ্র মল্লিকার পাশে একটা লাল ফুল গাঁথিয়া দিয়াছে। বালিকা যখন ফুলটি খুলিয়া লইবার জন্য তাহার সুকোমল দুটি ক্ষুদ্র অঙ্গুলি দিয়া ফুলটির ক্ষুদ্র বৃন্ত ধরিয়া টানিতেছিল তখন মা মন্দ্রা প্রবেশ করিয়া বলিলেন,—

"ফুলটী খুলিস্‌নে মা! বেশ হয়েছে।—শুভ্র মল্লিকার সঙ্গে টুকটুকে লাল রঙ্গন, চমৎকার

মানিয়েছে মা! আমরাও চাইছি এমন এক টু-ক্টুকে লাল ছেলের সঙ্গে আমার এই শুভ্র কমলটিকে গেঁথে দিতে।”

মা কন্যাকে বুকে টানিয়া লইয়া তার লজ্জা-রক্তিম পেলব কপোল দুটিকে চুমায় চুমায় আরো আরক্ত করিয়া তুলিলেন।

সে দিন বিষ্ণুমিত্রের পূজা গৃহের শঙ্খ বড় মধুরে বাজিতে লাগিল। প্রভাতের তরুণ আলোকে দুর্ব্বাদলও মধুর হইয়া উঠিয়াছে, বাতাস বহিতেছে, সেও কোন্ সুদূর হইতে মধুরতা বহন করিয়া আনিয়াছে, পুষ্পোদ্যানের পরিমল আজ দিকে দিকে মধু বর্ষণ করিয়া মধুব্রতকে পাগল করিয়া তুলিতেছে। বকুলের শ্যাম পল্লবে-পল্লবে কোকিলের কল কাকলী আজ সঙ্গীতের সমস্ত মধুরতা নিংড়াইয়া লইয়া মধুর সুর-প্লাবনে আকাশ বাতাস মধুময় করিয়া তুলিয়াছে। প্রকৃতির এই মধুর সমারোহের মধ্যে গোবিন্দ ঘটক রাজ গৃহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন।

ঘটক যখন চলিয়া গেল, বিষ্ণুমিত্র একা বসিয়া ঊর্দ্ধপানে চাহিয়া শ্রীভগবানকে স্মরণ করিতে লাগিলেন,—দরিদ্র পিতার অন্তর আশঙ্কায় তখন যে তোলাপাড়া করিতেছিল, তিনি খুঁটিয়া খুঁটিয়া নানা যুক্তি দিয়া তাহা শান্ত করিতে পারিতে-ছিলেন না,—একবার তাঁহার কম্পিত হৃদয় আশায়, আনন্দে ভরিয়া উঠে, আবার নানা সন্দেহের ঝঞ্ঝা আসিয়া সবলে আশা আনন্দ সব উড়াইয়া নিয়া কোন্ নিরাশার শূন্যে মিলাইয়া দেয়,—নিরুপায় বিষ্ণুমিত্র অশান্ত মনের এই স্পন্দনকে সমাহিত করিবার জন্য মুহূর্মুহু ভগবানকে স্মরণ করিতে লাগিলেন।

—*—

—পাঁচ—

ঘটকের মুখে উভয়ভারতীর অপূর্ব্বরূপ, অশেষ গুণ ও অতুল পাণ্ডিত্যের সংবাদ শুনিয়াছেন অবধি মণ্ডন মিশ্রের পিতার প্রাণে এই অনবদ্যা বিদুষী বালিকাকে পুত্রবধূ করিবার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে।

হিমমিত্র অত্যন্ত সম্পদশালী ব্যক্তি। রাজগৃহে তাঁহার প্রকাণ্ড প্রাসাদোপম অট্টালিকা জনগণের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া তাঁহার ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দিতেছে।—-উচ্চ তোরণ মঞ্চে প্রত্যহ মঙ্গলবাদ্য নানা ছন্দে, নানা রাগিণীতে প্রভাত ও সন্ধ্যার বন্দনা গাহিয়া দিবসের দুটি শুভ মুহূর্ত্তকে তাঁহার প্রাসাদদ্বারে সঙ্গীতমুখর করিয়া তোলে। তাঁহার সুবৃহৎ পুরীটি ঘিরিয়া যে পুষ্পোদ্যান রচিত হইয়াছে, তাহাতে নানাবিধ বিচিত্র মর্ম্মর বেষ্টনীর

মধ্যে অসংখ্য সুরভি পুষ্পখচিত তরু লতার সমা-রোহ।—কোথাও ক্ষুদ্র কামিনী সহস্র শুভ্র ফুলের ফুলঝুরি ছড়াইয়া কালো ভ্রমরকে পাগল করিয়া তুলিতেছে, কোথাও নব যৌবনা অশোক-বধূ আরক্ত আবীরে হোলি খেলিয়া বসন্তোৎসবে মাতিয়াছে, কোথাও আবার ক্ষুদ্র যূথিকা আপনার গন্ধে আপনি ভোর হইয়া সান্ধ্য গগনের আলো-কের সমারোহ পানে নির্নিমেষ আঁখি তুলিয়া চাহিয়া রহিয়াছে,—এই পৃথিবীর পঙ্কিল ধূলার সঙ্গে তার যেন কোনও সম্বন্ধ নাই।

পুত্র ও সম্পদ সৌভাগ্যে নিতান্ত সমৃদ্ধ হইয়া হিমমিত্রের সায়াহ্ন জীবনের দিনগুলি বসন্তের মলয় হিল্লোলের মত সুন্দরে, মধুরে বহিয়া যাইতেছিল।

মাঘ মাস, বুধবার, উত্তর ফাল্গুনী নক্ষত্র, লগ্ন কন্যা। হিমমিত্র তাঁহার ভাবী বধূকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য বস্ত্র ও স্বর্ণমুদ্রাসহ তাঁহার কুলপুরো-হিত ব্রাহ্মণ দুইজনকে বিষ্ণুমিত্রের ভবনে পাঠাইয়া

দিলেন। হিমমিত্রের প্রকাণ্ড পুরী মুখর করিয়া মুহুর্মুহু শঙ্খ বাজিতে লাগিল।

রাজগৃহ হইতে আশীর্ব্বাদ লইয়া ব্রাহ্মণদের আগমনের সংবাদ বিষ্ণুমিত্র পূর্ব্বেই পাইয়াছিলেন; তিনি তাঁহার অনাড়ম্বর কুটীর কক্ষকে পরিপাটি রূপে সাজাইয়া এই আকাঙ্ক্ষিত অতিথিগণকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। গৃহের বহির্দ্বারে কদলী বৃক্ষ ও সুস্বাদু বারিপূর্ণ ঘট স্থাপন করিয়া রাখিলেন, দ্বারে বাতায়নে, অলিন্দে শোলার কদম্ব ফুল ও আম্রপত্র দিয়া মালা গাঁথিয়া দুলাইয়া দিলেন।

তরুণ প্রভাতের অরুণরাগ তখনো আকাশ গায়ে সম্পূর্ণ মিলাইয়া যায় নাই,—দয়েল, পাপিয়া তখনো শ্যাম পল্লবের কুঞ্জ শয্যা হইতে উঠিয়া নবীন তপনের তরল সুবর্ণ কিরণে স্নান করিতে উড়িয়া পড়ে নাই, চম্পক চামেলি চোখে চোখে শিশির জল ছিটাইয়া দিয়া সবে মাত্র চোখ মেলিয়াছে। ব্রাহ্মণ দুইজন হিমমিত্র প্রেরিত

আশীর্ব্বাদ সম্ভার লইয়া বিষ্ণুমিত্রের সুসজ্জিত ভবনে প্রবেশ করিলেন।

সে মধু প্রভাতকে মুখর করিয়া মঙ্গল শঙ্খ বাজিয়া উঠিল। বিষ্ণুমিত্র অতি বিনীত সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া ব্রাহ্মণগণকে অভ্যর্থনা করিলেন।

যখন ব্রাহ্মণগণ কুটীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া, রক্তবস্ত্র পরিহিতা, পুষ্প বিভূষণা দেবীপ্রতিমা সদৃশা অলৌকিক রূপ লাবণ্যময়ী বালিকা উভয়-ভারতীকে দেখিলেন,—বিস্ময়ে ভক্তিতে তাঁহাদের সমস্ত অন্তর অভিভূত হইয়া পড়িল, তাঁহারা বালি-কার মস্তকে ধান্য দুর্ব্বাদি দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের মুগ্ধ চিত্ত বালিকার দেব-প্রতিম অনুপম শ্রীর কাছে প্রণত হইয়া গেল।

বিষ্ণুমিত্র হৃদয়ের সহানুভূতি ঢালিয়া দিয়া আদর ও আনন্দ দানে ব্রাহ্মণগণকে তুষ্ট করিয়া বিদায় দিলেন। নিজেও একটা শুভ দিন স্থির করিয়া ভাবী বরকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য রাজগৃহ অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

—ছয়—

বিষ্ণুমিত্র যখন হিমমিত্রের প্রাসাদতুল্য ভবনে উপস্থিত হইলেন হিমমিত্র পরম আত্মীয়ের সম্মানে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। ভাবী বৈবাহিকের পরিচর্য্যার জন্য দাস, দাসীরা প্রতি নিয়ত সতর্ক হইয়া রহিল। তোরণ মঞ্চে সানাইতে সাহানা রাগিণী বাজিয়া বাজিয়া একটা আসন্ন উৎসবের ঘোষণাবাণী প্রচার করিতে লাগিল। হিমমিত্র এমন একটা সমারোহ আরম্ভ করিয়া দিলেন যে সারা রাজগৃহে উৎসবের একটা সাড়া পড়িয়া গেল।

হিমমিত্রের ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্য দেখিয়া বিষ্ণুমিত্র যেমন একটুকু অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন ;— বিষ্ণুমিত্রেরও সৌম্য, প্রসন্ন মূর্ত্তি ও মধুর আলাপের প্রতি কথায় অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য দেখিয়া হিমমিত্রের

প্রাণেও প্রশংসা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি যেন একটা উজ্জ্বল দীপ শিখার মত অপূর্ব্ব ব্রাহ্মণ্য-শ্রী প্রথম দেখিতে পাইলেন।

শুভ লগ্ন ঠিক করিয়া বিষ্ণুমিত্র মণ্ডনমিশ্রকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। মণ্ডনমিশ্র যখন একখানা রজত সূত্র খচিত আসনের উপর আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবার জন্য উপবিষ্ট হইলেন,—তাহার পরিপূর্ণ দেহের সৌষ্ঠব, তপ্তকাঞ্চনাভ শ্যামবর্ণের ঔজ্জ্বল্য ও সুন্দর, নিটোল মুখশ্রী, তাঁহাকে রক্ত বস্ত্র পরিহিত ধ্যানস্থ স্বয়ং ব্রহ্মার মত প্রতীয়মান করিতে লাগিল।

বিষ্ণুমিত্র স্বাগত আহ্বানে বরকে বরণ করিয়া বলিলেন,—

"আমার প্রাণাধিকা কল্যাণীয়া কন্যা উভয়-ভারতী,আমার গোধন,আমার যা কিছু সম্পদ আজ আপনাকে অর্পণ করবার জন্য উদ্যত হয়ে, আপ-নাকে বরণ কর্লেম, আমার দান গ্রহণ করে আমায় কৃতার্থ করুন বৎস!"

মণ্ডন মিশ্র স্মিত হাস্যে সম্মতি জানাইয়া

বিষ্ণুমিত্রকে প্রণাম করিলেন। পুরনারীগণের মুখে, মুখে শঙ্খ মধুরে বাজিতে লাগিল।

তারপর দুই বৈবাহিক মিলিত হইয়া দিন ও লগ্ন ঠিক করিবার জন্য পরামর্শ করিতে লাগিলেন। এই প্রসঙ্গে, একটু সঙ্কোচ ও শঙ্কার সহিত বিষ্ণু-মিত্র হিমমিত্রকে সসম্ভ্রমে বলিলেন,—

"আপনি যদি কিছু মনে না করেন, আমার একটা নিবেদন জানাতে চাই।"—

তাঁহার অসমাপ্ত কথার মধ্যেই হিমমিত্র বলিয়া উঠিলেন ;—"কি আপনার বক্তব্য বলুন,—দুইজন পরমাত্মীয়ের মধ্যে মনে কর্ব্বার কিছুই হইতে পারে না, আপনি নিঃসঙ্কোচে বলুন।

বিষ্ণুমিত্র বলিলেন।—

"আপনার ভাবী পুত্রবধূ জ্যোতিষ শাস্ত্রে সম্পূর্ণ বিদুষী, আমার একান্ত বিশ্বাস বিবাহের দিন, লগ্ন তাকে দিয়েই ঠিক করানো বেশ সমীচীন হবে।"

অত্যন্ত আনন্দের সহিত হিমমিত্র এই প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

সেইদিন সন্ধ্যায় দুই ভাবী বৈবাহিকের মধ্যে যে প্রীতি ও আনন্দের স্রোত বহিয়াছিল তাহার সঙ্গে একমাত্র গঙ্গা ও যমুনার বারি প্রবাহের মিলনের তুলনা চলে।

অতীব সমারোহের সহিত উভয় পক্ষের বিবাহের আয়োজন চলিতে লাগিল।

—০—

—সাত—

ত্রয়োদশীর বিলোল জ্যোৎস্না আকাশ, ভুবন প্লাবিত করিয়া সেই দিনের সে শুভ রাত্রিকে অভিষিক্ত করিয়াছে, চন্দ্রিকাচর্চ্চিত বন বীথিকার শ্যাম সমারোহে বকুল অজস্র লাজাঞ্জলি ছড়াইয়া দিয়া, ধরণীকে উৎসবময় করিয়া তুলিয়াছে,—এই পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নার প্রস্ফুট আলোকে জাগিয়া, বিভ্রান্ত দয়েল, পাপিয়া কাকলী তুলিয়া এ নিশীথ-রাত্রি নন্দিত করিয়া দিতেছে। প্রকৃতির এই উৎসব মধ্যে বাদ্যভাণ্ডের বিপুল সমারোহ করিয়া বরযাত্রীর দল বিষ্ণুমিত্রের গৃহে সমাগত হইল।

বিষ্ণুমিত্রের গৃহ সম্মুখে তখন মঙ্গলবাদ্য বাজিয়া, বাজিয়া ও পুরস্ত্রীগণের কণ্ঠে, কণ্ঠে হুলু-ধ্বনির কলকলা উঠিয়া এ বরযাত্রীদলকে সম্বর্দ্ধনা করিল।

রাত্রি তখন দ্বিপ্রহর। পুরনারীগণ যেখানে বসিয়া কন্যাকে বিবাহের বরণাভরণে সাজাইতে-ছিলেন, বৃদ্ধ কুলপুরোহিত লগ্ন নিরুপণের জন্য সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উভয়ভারতী পূর্ব্বেই লগ্ন পত্রিকা ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন, বৃদ্ধ পুরোহিতকে দেখিয়া তিনি তাঁহার অবেণী-সম্বন্ধ কৃষ্ণ কেশরাশির উপর দুকুলখানি ঈষৎ টানিয়া দিয়া প্রফুল্ল হাস্যে লগ্ন পত্রিকাখানি পুরো-হিতের হস্তে তুলিয়া দিলেন।

ধ্রুব নক্ষত্র আকাশে বড় উজ্জ্বলে তখন জ্বলিতে-ছিল, অনন্ত অম্বরতলে যে দুই এক টুকরা ভাঙ্গা মেঘ ভাসিয়া বেড়াইতেছিল, দক্ষিণের হাওয়া আসিয়া তাদেরে উড়াইয়া উত্তর মেরুতে লইয়া গেছে।—নক্ষত্রকুন্তলার নিবিড় কৃষ্ণ কুন্তলে অসংখ্য দীপ্ত তারকার ঝিকিমিকি আর আকাশ ভরা মধুর জ্যোৎস্নালোক,...বিষ্ণুমিত্রের গৃহ প্রাঙ্গণেও সহস্র দীপশিখার আলোক-সমারোহ।

এই আলোক ভরা শুক্ক যামিনীর নীরবতা ভঙ্গ

করিয়া মঙ্গলবাদ্য আবার বাজিয়া উঠিল,—শুভ শঙ্খ-ধ্বনির সঙ্গে বিবাহের শুভ অনুষ্ঠান আরম্ভ হইল। বরাঙ্গনাগণ বরণডালা হস্তে বর কন্যাকে ঘিরিয়া, ঘিরিয়া বরণ করিতে লাগিল। বিষ্ণুমিত্র বিপুল যৌতুক সম্ভারসহ কন্যা উভয়ভারতীকে মণ্ডন মিশ্রের করে সম্প্রদান করিলেন।—হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইল। এই পবিত্র অগ্নি সাক্ষী করিয়া দুইটি অপরিচিত জন আজ প্রাণে প্রাণে, দেহে, দেহে, হৃদয়ে হৃদয়ে এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে চিরদিনের জন্য মিলিত হইলেন।

শত শুভ শঙ্খধ্বনি নবদম্পতির মধু মিলনের জয়গান ঘোষণা করিতে লাগিল।

—o—

—আট—

বসন্তের প্রথম পুলক সঞ্চারের মত, নির্ম্মেঘ শারদ নীলিমার শান্ত প্রফুল্লতার মত, অরুণচর্চ্চিত প্রভাত পদ্মের অম্লান মাধুরীর মত, জ্যোৎস্নী যামিনীর দূরশ্রুত বাঁশরীর একটা মূর্চ্ছনার মত, —উজ্জ্বলে মধুরে, সুন্দরে, সঙ্গীতে উভয়-ভারতী ও মণ্ডন মিশ্রের বিবাহিত জীবনের মধু বর্ষগুলি বহিয়া যাইতেছিল,—বসন্তের আকাশ কোণে হয়ত কোন দিন কালবৈশাখী নিবিড় হইয়া ওঠে, কিন্তু এই নবদম্পতির নির্ম্মল জীবন-আকাশে একটা মলিন ছায়াও কোন দিন রেখাপাত করে নাই,...শরতের আকাশ পথে হয়ত কোন দিন বজ্র মেঘ হানিয়া আসে, কিন্তু উভয়ভারতী ও মণ্ডন মিশ্রের শান্ত শুভ জীবন-পথে একটা দীর্ঘ-নিশ্বাসও কোনও দিন শ্বসিয়া

ওঠে নাই,...প্রভাত পদ্ম দিবা অবসানে ম্লান হইয়া ওঠে, বাঁশী বিকল হইয়া থামিয়া যায়, কিন্তু এই দুইটি আনন্দময় প্রাণে প্রীতির যে পূত মন্দাকিনী-প্রবাহ বহিয়া যাইতেছিল, তাহার স্নিগ্ধতা ও কলধ্বনি দুটি প্রাণকে যে চির সরস ও সঙ্গীতময় করিয়া তুলিয়াছে তাহা আহত হওয়ার কোনও লক্ষণ ছিল না।

নর্ম্মদার সুশীতল বারি বিধৌত তটপ্রান্তে... তার তরঙ্গশীকার-সম্পৃক্ত সুসজ্জিত মাহেষ্মতী নগরীতে আসিয়া, সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া মণ্ডনমিশ্র, পত্নী উভয়ভারতীকে লইয়া বাস করিতে লাগিলেন। রাত্রি দিন দান, যজ্ঞ, ব্রাহ্মণ-ভোজন, অতিথি সৎকারাদি তাঁহার গৃহের নিত্য উৎসব, হইয়া উঠিল—নিত্য নানা সমারোহ অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। তাঁহার বিপুল বিদ্যা-ভবনে অসংখ্য বিদ্যার্থীরা ভিড় করিয়া নানা বিদ্যার গবেষণা করিতে আরম্ভ করিল।

এক দিকে ঐশ্বর্য্যের অধিশ্বরী কমলা আর এক-

দিকে বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বীণাপাণি এই দম্পতির মস্তকের উপর আশীর্ব্বাদের পুষ্পবৃষ্টি অক্লান্তভাবে বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

যখন মণ্ডনমিশ্র ও উভয়ভারতী অনুকূল বাতাসে পাল তুলিয়া তাঁহাদের সুখের জীবন-তরীখানি আনন্দের তরঙ্গপ্রবাহে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। তখন গগনের এক প্রান্তে হঠাৎ এক-টুকরা কালো মেঘ ঘনাইয়া উঠিল।—পণ্ডিত হিমমিত্র বড়ই অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। চিকিৎসার ত্রুটি হইল না,—অর্থ ও সেবা অপর্য্যাপ্ত ব্যয় করিয়াও স্নেহময় পিতা,—শুভাকাঙ্ক্ষী শ্বশুরকে তাঁহারা কালের আহ্বান হইতে ফিরাইয়া রাখিতে পারিলেন না।—এক পুণ্য দিনে, মণ্ডন মিশ্রের গৃহ প্রাঙ্গণের পুণ্য তীর্থে—পবিত্র তুলসী তলায় সূর্য্যের অস্তগমনের সঙ্গে সঙ্গে হিমমিত্রের জীবন দীপ নির্ব্বাপিত হইয়া গেল।

শোকে, দুঃখে স্বামী স্ত্রী ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। তাঁহারা উভয়ে পণ্ডিত, পরলোকের তত্ত্ব রহস্যে

সম্যক অভিজ্ঞ ; কিন্তু তবু এই আকস্মিক শোকে এ দুটি যুগল প্রাণ নিতান্ত ম্রিয়মান হইয়া পড়িল। এই স্থবির অথর্ব্ব, বৃদ্ধ যে তাঁহাদের সংসারের সবখানি জুড়িয়াছিলেন, এই প্রথম তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন। আজ তাঁহাদের চোখের সম্মুখে জ্যোৎস্নার আভা পাণ্ডুর, ফুলের মাধুরী বিবর্ণ, বীণার তার বেসুর হইয়া বাজিতে লাগিল।

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল।—যে মহাকালের আহ্বানে হিমমিত্র জীবনের অভিনয় শেষ করিয়া পরপারের নেপথ্যে চলিয়া গেলেন, সে কালের ঐন্দ্রজালিক প্রলেপে মণ্ডন মিশ্র ও উভয়ভারতীর হৃদয়ের শোকজ্বালা ও জুড়াইয়া আসিল।

আবার তাঁহারা দানে, ধ্যানে যজ্ঞে সেবায় জীবনকে সার্থক করিয়া তুলিতে লাগিলেন।

—০—

—নয়—

আজ প্রভাতের সূর্য্যালোকে মাহেষ্মতী নগরীর নাগরিকগণ, এক অতি সুন্দর, অতি সৌম্য দেব-প্রতিম সন্ন্যাসীকে দেখিয়া ভক্তিপ্রণত হৃদয়ে মস্তক নত করিতে লাগিল। সন্ন্যাসীর মূর্ত্তি বড় গম্ভীর, কিন্তু ঐ গম্ভীর মুখেও দীপ্ত হাসির রেখা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। মস্তক মুণ্ডিত, পরিধানে গৈরিক বস্ত্র, সর্ব্বাঙ্গ ব্রাহ্মণ্যশ্রীমণ্ডিত,—কিন্তু ব্রাহ্মণের চিহ্ন পবিত্র যজ্ঞোপবীত তাঁহার সে উদার গৌর বক্ষো-দেশ অলঙ্কৃত করে নাই,—মুণ্ডিত মস্তকেও কোনও শিখা নাই। ব্রাহ্মণ নর্ম্মদায় স্নান করিয়া মণ্ডন-মিশ্রের বাড়ীর উদ্দেশে যাইতেছিলেন; পথ ভাল জানা নাই, তাই ইতস্ততঃ দেখিয়া দেখিয়া ব্রাহ্মণ চলিতেছে।

সে দিন মণ্ডনমিশ্রের কয়েকটি দাসী কলসী

কাঁকালে লইয়া নর্ম্মদায় জল আনিতে যাইতেছিল, পথে এই দিব্য ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাহাদের দেখা হইল।

ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন—

"মণ্ডন মিশ্রের বাড়ী কোন দিকে জান মা?" দাসীরা ব্রাহ্মণের দিকে মুগ্ধ বিস্ময়ে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল, তারপর কলসী রাখিয়া গললগ্নী কৃতবাসা হইয়া ব্রাহ্মণের চরণমূলে প্রণাম করিল।

ব্রাহ্মণ আবার শুধালেন—

"জান মা! মণ্ডন মিশ্রের বাড়ী কোনটি?"

প্রথমা দাসী কৃতাঞ্জলি হইয়া উত্তর করিল—

"প্রভু! যে গৃহের সম্মুখে স্বর্ণ পিঞ্জরে আবদ্ধ শুক অহরহঃ সমাগতজনকে সম্বোধন করে জিজ্ঞাসা কচ্ছে,—"বেদ নিজেই শাস্ত্র না অন্য শাস্ত্র দিয়ে বেদ প্রমাণিত হয়?" সেই গৃহই মণ্ডন মিশ্রের গৃহ।"

দ্বিতীয়া উত্তর করিল,—

"প্রভু! যে গৃহদ্বারে স্বর্ণ পিঞ্জরাবদ্ধ শুক প্রতি মুহূর্ত্তে আগত পণ্ডিত মণ্ডলীকে ডেকে ডেকে প্রশ্ন কচ্ছে,—"কর্ম্মই কি মানুষের সুখ, দুঃখ পাপ, পুণ্যের ফলদাতা, না পরমেশ্বর তার বিধান কর্ত্তা?" সেই গৃহই মণ্ডন মিশ্রের গৃহ।"

তৃতীয়া উত্তর করিল—

"প্রভু! "জগৎ নিত্য কি নশ্বর? এই প্রশ্ন যে ভবনের দ্বারদেশে স্বর্ণপিঞ্জরে বদ্ধ শুক নিত্য সুধীজনকে জিজ্ঞাসা করে, সেই গৃহই মণ্ডন মিশ্রের গৃহ বলে জান্‌বেন।"

গৃহের নির্দ্দেশ বলিয়া দাসীগণ কলসী তুলিয়া লইয়া নর্ম্মদায় জল আনিবার জন্য চলিয়া গেল।

ব্রাহ্মণ দ্রুতপদক্ষেপে মণ্ডনমিশ্রের গৃহের উদ্দেশে চলিতে লাগিলেন।

এই তেজস্বী ব্রাহ্মণই ভগবান শঙ্করের অবতার শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য।

শঙ্কর মণ্ডন মিশ্রের অভ্রংলিহ সুউচ্চ সৌধ

সম্মুখে আসিয়া দেখিতে পাইলেন,—তোরণদ্বারে শস্ত্র হস্তে দৌবারিকগণ দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদের অঙ্গের নানা কারুখচিত উজ্জ্বল পোষাক মণ্ডন মিশ্রের অতুল ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দিতেছে।

দৌবারিকগণ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিয়া সসম্ভ্রমে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল।

শঙ্করাচায্য দৌবারিকগণকে বলিলেন,—

"আমি পণ্ডিত মণ্ডন মিশ্রের সাক্ষাৎ প্রার্থী তাঁহার নিকট আমাকে লইয়া চল।"

সে দিন মণ্ডন মিশ্রের পিতৃশ্রাদ্ধবাসর, মহর্ষি জৈমিনি শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে আসিয়াছেন।

শ্রাদ্ধের উপকরণ পাতা হইয়াছে, মণ্ডনমিশ্র ভৃঙ্গার হস্তে মহর্ষির পদপ্রক্ষালন করিতেছিলেন, তখন দৌবারিক সঙ্গে শঙ্করাচার্য্য আসিয়া সেই-খানে উপস্থিত হইলেন।

শ্রাদ্ধ মণ্ডপে উপবীত হীন শূদ্রধর্ম্মী ব্রাহ্মণকে দেখিয়া মণ্ডনমিশ্র একটু বিমর্ষ হইলেন, এই অপ্রিয়

দর্শনে তাহার হৃদয়ে ক্রোধেরও কিছু উদ্রেক হইল। তিনি পৌরুষ কণ্ঠে শঙ্করকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—

"আমি পিতৃশ্রাদ্ধ কর্ত্তে বসেছি,—তুমি শিখা উপবীতহীন, তুমি কেন এখানে এসে, শ্রাদ্ধ পণ্ড কর্লে ?"

শঙ্করাচার্য্য মণ্ডন মিশ্রের এই ভৎর্সনায় রুস্ট না হইয়া একটু কৌতুক অনুভব করিলেন ; স্মিত হাস্যে উত্তর করিলেন—

"শ্রাদ্ধইত একটা পণ্ডকার্য্য। পুত্র পিণ্ডদান কর্লে পিতা কখনো স্বর্গে যেতে পারেন না, তাঁর জ্ঞান তাঁর ভগবৎসমীপে আত্ম নিবেদন, তাঁকে স্বর্গবাসী করে। অনেকের ভ্রান্ত ধারণা পুত্র না হলে পিতার নরকবাস নিশ্চিত, বেদ বলেন এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত,—"ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ",—যজ্ঞাদি কর্ম্ম, পুত্র উৎপাদন বা ধনদানাদির দ্বারা কখনো মোক্ষলাভ হয় না।"

বেদ, শ্রুতি হইতে শ্লোকের পর শ্লোক বলিয়া, যুক্তির পর যুক্তি দিয়া যখন শঙ্করাচার্য্য মণ্ডনমিশ্রের সম্মুখে তর্কজাল বিস্তার করিতে লাগিলেন, তাঁহার অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য দেখিয়া মহর্ষি জৈমিনি ও মণ্ডনমিশ্র মুগ্ধ হইয়া গেলেন। শ্রদ্ধায় ভক্তিতে আপ্লুত হইয়া মণ্ডন মিশ্র করজোড়ে বলিলেন,—

"আমায় ক্ষমা করুন দেব। আমি মোহের বশে আপনাকে পৌরুষ বাক্য বলিয়া অমর্য্যাদা করিয়াছি, আমার দোষ মার্জ্জনা করুন। আমার পরম সৌভাগ্য আপনি আমার প্রিয়তম পিতার শ্রাদ্ধবাসরে উপস্থিত হয়েছেন, আপনি আমার অর্ঘ্য গ্রহণ করুন। এই শ্রাদ্ধ বাসরে আমার পরিচর্য্যা গ্রহণ করে আমায় কৃতার্থ করুন।

শঙ্কর বলিলেন—

আমি আপনার গৃহে আহারের জন্য আসি নাই আপনি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত, আমি আপনার সঙ্গে শাস্ত্রীয় তর্ক কর্ত্তে এসেছি! আপনি হয় পরাজয়

স্বীকার করে আপনার ভ্রান্ত মত পরিত্যাগ করুন নতুবা আমার সঙ্গে তর্ক করুন। তর্কের পণ থাকবে,—আমি যদি পরাজিত হই আমি সন্ন্যাস ত্যাগ করে আপনার মত সংসারাশ্রমে এসে আপনার শিষ্যত্ব স্বীকার কর্ব্ব, আর আপনি যদি হেরে যান আপনি সন্ন্যাস গ্রহণ করে আমার সেবা কর্ব্বেন।"

মণ্ডন মিশ্র বলিলেন,—

"তথাস্তু। কিন্তু অদ্য শ্রাদ্ধবাসর, অদ্য আপনার সঙ্গে তর্ক করা আমার সম্ভব হবে না।

শঙ্করাচার্য্য বলিলেন,—

"বেশ আমি আগামী কল্যই আসব। কিন্তু আমাদের বিচারের মধ্যস্থ থাকবেন কে তা আজ মহর্ষির সম্মুখেই ঠিক হোক।"

মণ্ডন মিশ্র ঋষিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,— "মহর্ষিই মধ্যস্থ থাকুন, মহর্ষির মত বিদ্বত্তম জন বর্ত্তমানে ভূমণ্ডলে দুর্লভ।"

শঙ্কর বলিলেন,—"বেশ"

মহর্ষি জৈমিনি কথায় বাধা দিয়া বলিতে লাগিলেন,—

“বৎসগণ ! তোমরা উভয়ে পণ্ডিত, তোমাদের বিচার দীর্ঘকাল চল্‌বে। আমি তপস্বী। মণ্ডন মিশ্র ! তোমার সাদর আহ্বানে তপস্যায় ব্যাঘাত করে তোমার পিতৃশ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছি। তোমাদের বিচারের মধ্যস্থতা কর্ত্তে গেলে আমার তপস্যায় বিঘ্ন হবে। মণ্ডনমিশ্র ! তোমার বিদুষী পত্নী—দেবী উভয়ভারতী বিদ্যায় বীণাপাণি সরস্বতী সমতুল্যা, তোমাদের বিচারের মধ্যস্থতা কর্ব্বার তিনিই একমাত্র উপযুক্ত পাত্রী। তিনিই মধ্যস্থতা করুন।”

শঙ্করাচার্য্য সানন্দে এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন। তারপর ধীর পদক্ষেপে একটা সচল অগ্নিশিখার মত শ্রাদ্ধমণ্ডপ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

শ্রাদ্ধ শেষ করিয়া মণ্ডনমিশ্র যখন সহধর্ম্মিণী উভয়ভারতীকে শঙ্করাচার্য্যের বিষয় জ্ঞাত করাই-

লেন, উভয়ভারতীর হৃদয়ে বহুদিন বিস্মৃত একটা অতীত স্মৃতির কথা জাগিয়া উঠিয়া তাঁহার আঁখি যুগলকে একটু উৎকন্ঠিত করিয়া তুলিল।

দৈবজ্ঞ কথিত তাঁহার ললাট লিপির কথা আজ তাঁহার স্মরণ হইল।

—*—

—দশ—

মণ্ডনমিশ্রের অট্টালিকার বিস্তীর্ণ কক্ষমধ্যে সভা বসিয়াছে। আর্য্যাবর্ত্তের সমস্ত পণ্ডিতগণ আজ এই তর্ক সভায় সমাগত হইয়াছেন। দেবী উভয়ভারতী সভার মধ্যস্থানের স্বতন্ত্র একখানি রজত আসনে সমাসীনা।—তাঁহার দুটি চোখ,—দিব্য দুটি বৃহস্পতি গ্রহের মত প্রতিভায় দীপ্ত,—মূর্ত্তি অপূর্ব্ব গম্ভীর,—চারদিক ঘিরিয়া লোকারণ্য।

স্নাত শঙ্করাচার্য্য গৈরিক উত্তরীয়ে তাঁহার বলিষ্ঠ বরবপু আবৃত করিয়া সভায় উপস্থিত হইয়াছেন ; কপালে, অঙ্গে তাঁহার বিভূতির বিচিত্র বিলাস। তাঁহার এই সাক্ষাৎ শঙ্করোপমমূর্ত্তি দেখিয়া দর্শকগণ মুহুর্মুহু জয়ধ্বনি করিতেছিল।

এই মুখর জয়ধ্বনির মধ্যে শঙ্করাচার্য্য মণ্ডন-মিশ্রের সঙ্গে তর্ক আরম্ভ করিলেন।

শ্লোকের পর শ্লোক বলিয়া শঙ্করাচার্য্য যখন

তর্ক করিতে লাগিলেন, মণ্ডনমিশ্র যেন সে তর্ক-জালে একটু সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন। তিনি সপ্রতিভ ভাবে বলিতে লাগিলেন,—

"মহাত্মন! আপনার বেদান্ত মত মানতে হলে শ্রুতিবাক্য অপ্রমাণিক হয়ে পড়ে। শ্রুতিতে আছে,—"যাবজ্জীবনম্ অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ" যদি যজ্ঞানুষ্ঠান না করে বেদান্তোক্ত শুধু ব্রহ্মোপসনায় মানব রত হয় তবে কর্ম্মযোগ ব্যর্থ হয়।"

শঙ্করাচার্য্য উত্তর করিলেন,—

"কর্ম্মের কি প্রয়োজন? যদি পরমব্রহ্ম হতে নিজেকে পৃথক করে নাও, কর্ম্ম ঐ জড়দেহের মত অসার হয়।"

"তত্ত্বমসি", তুমিই সোহং,—তুমিই সেই সর্ব্বময় পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের অংশ, তুমি পঞ্চভূতের সমষ্টি ঐ দেহে আশ্রয় করেছ বলে নিজেকে পরব্রহ্ম হতে ভিন্ন মনে কচ্ছ সত্য, কিন্তু তুমিই ব্রহ্ম,—তুমি ব্রাহ্মণ নও, শূদ্র নও, ঐ সুন্দর নশ্বর দেহধারী তুমি নও।—তোমার যজ্ঞই বা কি? কর্ম্মযোগই

বা কি ? যদি অমৃতত্ব পেতে চাও এইসব অবিদ্যা পরিত্যাগ কর ?”

দিনের পর দিন তর্ক চলিতে লাগিল। মণ্ডন-মিশ্রও অসামান্য বিদ্বান, শঙ্করাচার্য্যেরও অপরাজেয় পাণ্ডিত্য ! সমস্ত সভাজন স্তব্ধ হইয়া দুইটি বিদ্বৎ-কুলতিলক ব্যক্তির অপূর্ব্ব মনীষা দেখিতে লাগিল।

অবশেষে মণ্ডনমিশ্রেরই পরাজয় হইল। বিচার আসন হইতে উঠিয়া উভয়ভারতী শঙ্করাচার্য্যের জয় ঘোষণা করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সহস্রকণ্ঠের জয়ধ্বনিতে সভামণ্ডপ নিনাদিত হইতে লাগিল।

পরাজয়ের মর্ম্ম ব্যথায় মণ্ডনমিশ্র একটুকুও ম্রিয়মান হইয়া পড়িলেন না।—অসীম মনীষা সম্পন্ন শঙ্করাচার্য্যের অপ্রমেয় পাণ্ডিত্য দেখিয়া তাঁহার মুগ্ধ চিত্ত আনন্দ ও ভক্তিতে বিগলিত হইয়া পড়িল। তিনি শঙ্করাচার্য্যের চরণ বন্দনা করিয়া প্রসন্ন হাস্যে সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

যতি ধর্ম্মে দীক্ষা লইবার জন্য মণ্ডনমিশ্র যখন শঙ্করাচার্য্যের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তপস্বী

শঙ্কর তাঁহার স্নেহানুরঞ্জিত আয়ত আঁখি যুগল তুলিয়া. উভয়ভারতীর পানে একবার চাহিলেন। —এই চাহনীর মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া উভয়ভারতী শঙ্করাচার্য্যের সম্মুখে নতজানু হইয়া বলিতে লাগিলেন,—

"প্রভু! স্বামীর ধর্ম্মরক্ষা করাই সাধ্বী সহ-ধর্ম্মিণীর জীবনের পুণ্যব্রত, আমার স্বামী প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ, আমি দুদিনের সুখ, সম্পদের জন্য তাঁর সে ব্রত ভঙ্গ কর্ব্ব? স্বামীর ধর্ম্মরক্ষার জন্য যদি আমায় অশেষ দুঃখ সহ্য কর্ত্তে হয়, তা আমি এই হীরের কণ্ঠহারের মত বুকের উপর দুলিয়ে রাখব।"

সতী স্ত্রীর মর্ম্মস্পর্শী বাক্যে মণ্ডনমিশ্র তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন, যখন চারদিক হইতে উভয়ভারতীর জয়ধ্বনি উত্থিত হইল, তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে শঙ্করাচার্য্যকে বলিলেন,—

"প্রভু! আমার সব ঐশ্বর্য্য, সব সম্পদ, আমার নিজেকে আপনার শ্রীচরণে নিবেদন কর্লেম, গ্রহণ করে, আমায় ধন্য করুন।"

ভূলুণ্ঠিত মণ্ডনমিশ্রকে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য দুই হাতে জড়াইয়া বুকে তুলিয়া নিলেন। তারপর এক শুভ মুহুর্ত্তে পুণ্য যতিধর্ম্মে তাঁহাকে দীক্ষা দিয়া ধন্য করিলেন।

সন্ন্যাসীবেশে স্বামীকে দেখিয়া উভয়ভারতী ক্ষণিকের জন্য একটুকু বিচলিত হইলেন,—তারপর নিজেকে সবলে সম্বরণ করিয়া নতমস্তকে, হাত দুটি যুক্ত করিয়া শঙ্করাচার্য্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—

"প্রভু! সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষা দিয়ে আমার স্বামীর জীবন সার্থক কর্লেন, তাঁহার অনুরক্তা সেবিকাকে কি এক রাশি পরিত্যক্ত আবর্জ্জনার মত এই বিস্তীর্ণ সংসারের অন্ধ প্রান্তরে ফেলে যাবেন? সতী সাবিত্রী যমালয় পর্য্যন্ত স্বামীর অনুগমন করে-ছিলেন, আমার স্বামীর পুণ্যব্রতের অংশভাগী হওয়ার সৌভাগ্য কি আমায় দিতে পারেন না?"

শঙ্করাচার্য্য স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বলিলেন,—

"মা! তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নেই।

তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক। আমি সারস্বত সাধনার জন্য শৃঙ্গেরী মঠ স্থাপন করেছি, যাও মা! সেথাকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী হয়ে মানবের অন্ধ অন্তরকে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করে তোল গে।" আজ হতে শৃঙ্গেরী মঠ আমার এ বিদ্যাদেবী তুল্যা মায়ের নামে জগতে বিদ্যা-মঠ বলে বিখ্যাত হবে।"

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের উত্তর শুনিয়া মা ভারতী দীপ্তকণ্ঠে বলিলেন,—

"কিন্তু তার পূর্ব্বে প্রভু! আমার সঙ্গে বিচার কর্ত্তে হবে, আমায় যদি পরাস্ত কর্ত্তে পারেন তবে আপনার চরণে শরণ লইব।"

"তথাস্তু মা,—দিগ্বিজয়ী শঙ্কর মার সঙ্গে তর্ক কর্ত্তেও দ্বিধা কর্ব্বে না"।

নারী কণ্ঠের গর্ব্বিত উক্তি শুনিয়া সেই বহুজন পূর্ণ মুখর সভা হঠাৎ স্তব্ধ হইয়া গেল।

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য তর্কের সময় নিরুপন করিয়া সভা গৃহ পরিত্যাগ করিলেন।

—এপার—

মণ্ডনমিশ্রের প্রাসাদের সম্মুখস্থ তোরণমঞ্চে আজ আর মঙ্গলবাদ্য ধ্বনিত হয় না। প্রাসাদ মধ্যে দাসদাসীগণের কল্‌কলা থামিয়া গিয়াছে, বিদ্যাভবনের স্তব্ধকক্ষে বসিয়া বিদ্যার্থীগণ শূন্য প্রেক্ষণে, নিরাশ প্রাণে চাহিয়া আছে। যে প্রকাণ্ড পুরী একটি দিন পূর্ব্বে উৎসবের সমারোহ লইয়া কল্‌-কল্লোলে মুখর হইয়া উঠিয়াছিল, আজ যেন তার সমস্ত পৌরজনসহ একান্ত নিঝুম নীরবতার মধ্যে সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। দিনের আলো ধীরে ধীরে ম্লান হইয়া আসিল;—কিন্তু প্রতি সায়াহ্ন সূর্য্য, যেমন প্রত্যহ পুষ্পবন মধ্যে দুইটি চির হসিত প্রাণের বিদায়-বন্দনা গ্রহণ করিতেন, আজ আর তাহাদিগকে দেখিতে পাইলেন না। শ্রীযুক্ত মণ্ডনমিশ্র চলিয়া গিয়াছেন,—আজ একাকিনী উদ্ভিন্নযৌবনা উভয়ভারতী তাঁহার নির্জ্জন

শয়নকক্ষে বসিয়া আপনাকে তপস্বিণীর সাজে সজ্জিত করিতে লাগিলেন।

তাঁহার অপর্য্যাপ্ত, কর্ত্তিত ঘন কৃষ্ণ কেশরাশি একরাশ নিবিড় অন্ধকারের মত মর্ম্মর হর্ম্ম্যতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া আছে, কণ্ঠের মণিখচিত কনক হারের স্থান আজ অক্ষমালা গ্রহণ করিয়াছে, —তিনি একখানি গৈরিকাম্বর পরিধান করিয়া তপস্বিনী সন্ধ্যার মত, সর্ব্বাঙ্গে একটা শান্ত, সমাহিত দীপ্তি তুলিয়া দিবসের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে নিজের শত সুখস্মৃতি জড়িত শয়ন কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

সেই রাত্রির আকাশে অসংখ্য নক্ষত্র ঝল্‌মল্‌ করিতেছিল বটে, কিন্তু মাহেশ্মতী প্রাসাদের উপর বিষাদের যে মলিন ছায়া ঘনাইয়া আসিয়াছিল তাহাকে আলোকিত করিতে পারিল না।

নিতান্ত ঐশ্বর্য্যে লালিত, সুখ সৌভাগ্যে বর্দ্ধিত এই সুখী দম্পতি আজ জীবনের পরিপূর্ণ মধ্যাহ্নে নশ্বর সংসারের অসমাপ্ত সুখের হাট

ভাঙ্গিয়া দিয়া শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের পদাঙ্ক অনুসরণে বিশ্বের কল্যাণ ব্রতে বাহির হইয়া পড়িলেন। মাহেশ্বতী নগরীর সুসজ্জিত পুরী উন্নত মস্তকে পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রহিল,—পুষ্পোদ্যানে ফুল যেমন প্রত্যহ ফুটে ও ঝরিয়া পড়ে তেমনি ফুটিতে ও ঝরিতে লাগিল, বকুল বনে শ্যামার গান যেমন মধু বর্ষণ করিয়া যাইত, তেমনি যাইতে লাগিল।

এই দুটি সমবেদনা পূর্ণ প্রাণের জন্য কাহারো আঁখি সজল হইয়া উঠিয়াছিল কিনা তাহার কোনও সংবাদ মানবশাস্ত্র রচিত করিয়া রাখে নাই।

—০—

—বার—

শৃঙ্গগিরির চরণ ধৌত করিয়া কলনাদিনী তুঙ্গভদ্রা বহিয়া যাইতেছে। ঐ ধুম্র গিরিশেখরে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্গেরী মঠ। মানবের জ্ঞান ও শিক্ষার অমূল্য সম্পদ, পুঞ্জ পুঞ্জ হইয়া ঐ মঠে সঞ্চিত হইতেছে। শঙ্করাচার্য্যের সুযোগ্য শিষ্য সুরেশ্বর তাঁহার একনিষ্ঠা সাধনায় ঐ শৃঙ্গেরী মঠকে ভারতের শ্রেষ্ঠতম বিদ্যাভবন করিয়া গড়িয়া তুলিতেছেন,—নিরাশ জ্ঞানের কঠোর দণ্ড লইয়া বৌদ্ধ সাধকগণ এই মঠের পাষাণ গাত্রে বারংবার আঘাত করিয়াছে,—বীরাচার অনুষ্ঠান-রত ভৈরবোপাসকগণ রক্তচন্দনলিপ্ত ভীম ত্রিশূল লইয়া এই মঠ বহুবার আক্রমণ করিয়াছে, কিন্তু ইহার অটল প্রতিষ্ঠা এক কণা টলাইতে পারে নাই।

আজ প্রথম সূর্য্যালোকে তুঙ্গভদ্রা নদীপ্রবাহে অবগাহন করিয়া এক শুচি স্নাতা ব্রহ্মচারিণী এই মঠে প্রবেশ করিলেন। মঠের সেবকগণ, তাঁহাদের

উপাস্যা,—দেবী সরস্বতীর রূপ মাধুরীর সম্পূর্ণ অধিকারিণী দেখিয়া এই ব্রহ্মচারিণীর উদ্দেশে তাঁহাদের অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতে লাগিলেন।

শৃঙ্গেরী মঠে উভয়ভারতীর পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে তাহার শ্রী যেন ফিরিয়া গেল। মঠের সেবক মণ্ডলীর মধ্যে বয়সের তারুণ্যের জন্য মাঝে মাঝে যে একটু উচ্ছৃঙ্খলতা আত্মপ্রকাশ করিত, আজ যেন কোন এক মহাশক্তির শাসনে সব শান্ত হইয়া গেল। সকলে সভয়ে, সসম্ভ্রমে,—অতি শৃঙ্খলার সহিত মঠের কার্য্য করিয়া যাইতে লাগিলেন।

সে দিন প্রভাত সূর্য্য সবে মাত্র তুঙ্গভদ্রার তরঙ্গ শিরে তাহার কিরণ বর্ষণ সমাপ্ত করিয়া গগনের মধ্য রেখার সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। উভয়ভারতী একটা ঘনপল্লব বটচ্ছায়া তলে বসিয়া দূর নীলাম্বর পানে তাঁহার নীল পদ্মতুল্য নয়নযুগল তুলিয়া ধ্যানে আত্মহারা। সহসা

তাঁহার সে গভীর ধ্যান ভঙ্গ করিয়া শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য আসিয়া ডাকিলেন—"মা"।

উভয়ভারতী এই জ্যোতির্ম্ময় তপস্বীকে হঠাৎ সম্মুখে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তারপর যুক্ত করে বলিলেন,—

"প্রভু, যে শাস্ত্র নিয়ে আমার সঙ্গে তর্ক কর্ব্বার কথা ছিল তা আপনার অধিত হয়েছে?"

শঙ্করাচার্য্য নিতান্ত নির্লিপ্ত,—নিতান্ত সংযত-স্বরে উত্তর করিলেন।—

"মা সে বিদ্যা অর্জ্জন করেছি,—কিন্তু সে বিদ্যা নিয়ে তর্ক করাত মায়ে ছেলেতে সম্ভবে না।"

উভয়ভারতীও ধীর, স্থির কণ্ঠে বলিলেন,—

"তা যে সম্ভবে না তা জানি, এই স্বামী সুখ বঞ্চিতা নারী, হঠাৎ নিজের বিদ্যার অহমিকায় ও যৌবনের ক্ষিপ্ততায় উন্মাদিনী হয়ে আগুন নিয়ে খেলা কর্ত্তে গিয়েছিল"—

শঙ্করাচার্য্য করুণায় কণ্ঠস্বর আর্দ্র করিয়া উত্তর করিলেন,—

"যদি জান্‌তে মা, তবে কেন আজন্ম ব্রহ্মচর্য্য সিদ্ধ এ শুদ্ধ শরীরটিকে অপবিত্র করালে? তুমি যখন মা, আমার বিজয়গৌরব আহর্ত্তে কর্ত্তে হস্ত বাড়ালে, আমি ভাল মন্দ বিচার না করে,— শুদ্ধ তোমাকে পরাজয় কর্ব্বার জন্য আমার শুভ্র ব্রহ্মচর্য্যকে মলিন করে এসেছি।"

উভয়ভারতী দীপ্তস্বরে বলিলেন,—

"অগ্নিকে কেউ কি অপবিত্র কর্ত্তে পারে দেব? জাহ্নবী জল প্রবাহে শত আবিলতা ভেসে যায়, কিন্তু তার পবিত্রতা কিছুতেই ত পঙ্কিল কর্ত্তে পারে না।—জ্বলন্ত পাবকসম যে তেজঃ আপনাকে ঘিরে ঊর্দ্ধপানে ছুটেছে, তার স্পর্শে পৃথিবীর শত অপবিত্রতা পুড়ে ভস্ম হয়ে গেছে। আজ সর্ব্ব-দিকে পরাজিতা এই নারী আপনাকে অভিবাদন কচ্ছে,—হে দেব! হে পরম শুদ্ধ পুরুষ! এ অপরাধিনীকে ক্ষমা করুন।

শঙ্করাচার্য্য তাহার দুইটি করপল্লব উভয়-ভারতীর মস্তকের উপর স্থাপন করিয়া বলিলেন।—

"মা, আমি তোমার সন্তান, মাতৃরূপে তোমাকে এ আশ্রমে প্রতিষ্ঠিতা করেছি, মাতৃহৃদয়ের মধুবর্ষণ করে এ আশ্রম পবিত্র কর।"

যেই দিন মণ্ডনমিশ্র শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের নিকট পরাস্ত হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, সেই দিন স্বামী-সৌভাগ্যগর্ব্বিতা সহধর্ম্মিণী উভয়ভারতী শঙ্করাচার্য্যকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করেন। তর্কের বিষয় ছিল দাম্পত্য ধর্ম্ম। চিরকুমার শঙ্করাচার্য্য এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, তিনি মাতৃস্তন্য পান করিবার সঙ্গে সঙ্গেই কঠোর ব্রহ্মচর্য্য সাধন করিয়া আসিয়াছেন, দাম্পত্য ধর্ম্মের একটা বর্ণ পরিচয়ও তিনি এ জীবনে অধ্যয়ন করেন নাই। স্বামীর পরাজয়ে স্বামীর গৌরবাকাঙ্ক্ষিণী স্ত্রী, বিজয়ী আচার্য্যের মহিমা নত করিবার জন্য তাঁহাকে ঐ বিষয় নিয়ে তর্ক করিতে অনুরোধ করেন। দিগ্বিজয়ী শঙ্করাচার্য্য,—যাঁহার বিজয়কেতন আজ স্পর্দ্ধাভরে ভারতের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত অনাহত গৌরবে উড়িতেছে, তিনি

কি আজ এক নারীর কাছে পরাজয় স্বীকার করিবেন ?

শঙ্করাচার্য্য এ আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিলেন না। তিনি উভয়ভারতীর নিকট কিছুদিন এই ধর্ম্ম শিক্ষা করিবার জন্য সময় প্রার্থনা করিয়া প্রস্থান করিলেন।

—০—

—তের—

দুর্গম গিরিকান্তার অতিক্রম করিয়া তেজস্বী শঙ্কর ছুটিয়াছেন,—কোথায় যাইতেছেন তিনি নিজেও জানেন না। তাহার চিরদীপ্ত চোখ দুটি অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, ঘন ঘন নিশ্বাস পতনে তাঁহার বুকের স্পন্দন ব্যক্ত করিতেছে।—স্থির, ধীর, শান্ত সন্ন্যাসীর আজ সমস্ত স্থৈর্য্য বিচলিত হইয়া পড়িয়াছে। উদ্‌ভ্রান্ত-ভাবে—উন্মত্ত ভোলানাথের মত লক্ষ্যহীন আচার্য্য ছুটিয়া যাইতেছেন,—মাথার উপর অগ্নিবর্ষী নিদাঘের প্রখর রৌদ্র, পদতলে তপ্ত বালুকা-বিস্তার, আচার্য্যের আজ কিছুতেই ভ্রুক্ষেপ নাই। যতক্ষণ এই বিদুষী নারীকে জয় করিতে না পারেন ততক্ষণ তাঁর প্রাণে শান্তি নাই।

যাইতে, যাইতে পথিমধ্যে তিনি দেখিতে পাইলেন,—শব যাত্রিগণ এক রাজার মৃতদেহ

শ্মশানে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। মৃত-সঞ্জীবনী বিদ্যা আচার্য্যের জ্ঞাত ছিল, তিনি সে বিদ্যা প্রভাবে রাজার অসার দেহের মধ্যে নিজের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া সেই শবদেহ আশ্রয় করিয়াই প্রাসাদে ফিরিয়া গেলেন।

যেখানে,—প্রাসাদ-হর্ম্ম্যতলে পড়িয়া শোক-বিধুরা রাণী অশ্রুজলে ভাগীরথী বহাইতেছিলেন, শঙ্করাচার্য্য সেখানে যাইয়া রাজার রূপে আত্ম-প্রকাশ করিলেন। মৃত পতিকে ফিরিয়া পাইয়া রাণী আনন্দে, বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন, পৌরজনেরা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

কিছুদিন রাণীর সান্নিধ্যে থাকিয়া আচার্য্য দাম্পত্য-ধর্ম্ম সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া লইলেন। তাঁহার শিক্ষা যখন সমাপ্ত হইল, তিনি যেখানে তাঁহার প্রাণহীন দেহ পড়িয়া রহিয়াছিল আবার সেখানে ফিরিয়া যাইয়া সে দেহকে আশ্রয় করিলেন। এদিকে রাজপ্রাসাদে আবার মর্ম্মভেদী হাহাকার উঠিল।

—চৌদ্দ—

নির্মেঘ আকাশে বজ্রপতনের মত একদিন অকস্মাৎ শৃঙ্গেরী মঠে,—যেখানে দেবী উভয়-ভারতী প্রাণের সমস্ত অনুরাগ ঢালিয়া শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের এই কীর্ত্তিকে চিরঞ্জীব করিবার জন্য রাত্রিদিন কঠিন পরিশ্রম করিতেছিলেন,—সেখানে শঙ্করাচার্য্যের মৃত্যু সংবাদ আসিয়া পৌঁছিল। হিমালয়ের চিরতুষার রাজ্যে,—কেদারেশ্বরের মন্দি-রের বিগ্রহ মূর্ত্তির আড়ালে শঙ্করাচার্য্যের নশ্বর দেহ লয় হইয়া গিয়াছে, কিন্তু দেবী উভয়ভারতী মঠের প্রতি কক্ষে যেন তাহার অবিনশ্বর অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন।

এতবড় শোক সংবাদে দেবী একটুকু বিচলিত হইলেন না, তাঁহার ভক্তি স্নাত আঁখি যুগল হইতে এক বিন্দু অশ্রু ক্ষরিত হইয়া মৃতের আত্মাকে সংসারের মোহ মায়ায় অভিষিক্ত করিল না।

তিনি যেন আচার্য্যকে প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন, এই ভাবে মঠের কার্য্য করিতে লাগিলেন। সেবক-গণের জ্ঞান চর্চ্চার কোনও ব্যাঘাত হইল না, —মঠে নিত্য যে বন্দনা ধ্বনিত হইয়া তুঙ্গভদ্রার ঊর্ম্মিচঞ্চল বক্ষকে কম্পিত করিয়া তুলিত, তাহার একটি মন্ত্রও ভুল হইল না। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের সমস্ত শক্তি যেন মা উভয়ভারতীকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত কর্ম্ম সমাধা করিতে লাগিল। আজ শঙ্করা-চার্য্য নাই, কিন্তু তিনি এমন শিষ্য ও শিষ্যাকে দীক্ষা দিয়া রাখিয়া গিয়াছেন,—যাঁহারা তাঁহাদের অপূর্ব্ব প্রতিভায় তাঁহার এ শুভানুষ্ঠানকে চির স্মরণীয় করিয়া ভারতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

* * *

দীর্ঘ কয়টি বৎসর মঠের সেবা করিয়া উভয়-ভারতী জীবনের সায়াহ্ন আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তিনি তাঁহার এ সন্ন্যাস ব্রত উদ্‌যাপনের মধ্যে একটা দিনের জন্যও তাঁহার একান্ত প্রাণপ্রিয়

স্বামীকে টানিয়া আনেন নাই, পাছে তাঁহার স্বামীর সন্ন্যাসধর্ম্মে ব্যাঘাত হয়। তিনি মনে মনে রাশি রাশি সুরভি পুষ্প চয়ন করিয়া স্বামীর উদ্দেশে অঞ্জলি উৎসর্গ করিতেন,—প্রতি প্রভাতে তুঙ্গভদ্রার জলে স্নান করিয়া দেবাদিদেব শঙ্করের পূজার সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর পূজাও শেষ করিতেন।

সেই দিন সবেমাত্র পাখীরা প্রভাতী গাইতে আরম্ভ করিয়াছে, দিক-চক্রবালে দিনমণির কিরণ-মালা তখনো সম্পূর্ণ প্রকাশ হইয়া উঠে নাই। রাত্রি ও দিবসের এই শুভ সন্ধিক্ষণে মা ভারতী তাহার কর্ম্মময় জীবনের কার্য্য শেষ করিয়া মহাপ্রস্থান করিলেন। আজ যদি মা ভারতী, তাহার প্রথম যৌবনের তীর্থ,—মাহেষ্মতী পুরীর প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে দেহ ত্যাগ করিতেন,—তাহার এ মহা-প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে কত মর্ম্মভেদী হাহাকার উঠিয়া সেথাকার আলোক বাতাসকে বিষণ্ণ করিয়া তুলিত; —কত আত্মীয়, স্বজন তাঁহার মৃত্যু শয্যার পার্শ্বে লুটাইয়া, লুটাইয়া ক্রন্দনে, দীর্ঘ শ্বাসে এই পৃথিবীর

মায়াতে তাঁহার স্বর্গ প্রয়াণোন্মুখ আত্মাকে আবদ্ধ করিবার জন্য প্রয়াস পাইত। কিন্তু শৃঙ্গগিরি মঠের সন্ন্যাসীগণ একটা ক্ষীণ দীর্ঘনিশ্বাস তুলিয়াও তাঁহার স্বর্গ প্রাপ্তির পথকে উত্তপ্ত করিয়া তুলিলেন না,—তাঁহারা রাশি রাশি ফুল সম্ভার আনিয়া,—সেই উন্মুক্ত গিরি শেখরে,—সেই অনাবৃত উদার অম্বর তলে,—সেই অনাহত প্রকৃতির সুরভি সমীর-সমারোহ মধ্যে তাঁহার ফুল-শয্যা রচিত করিল। তাঁহাদের কণ্ঠে মুহুর্মুহু ধ্বনিত হইতে লাগিল মহা কাল মহেশ্বরের জয়গান। মায়ের প্রশান্ত ললাটে যে রক্ত চন্দন তিলক শুকতারার দ্যুতি লইয়া জ্বলিতেছিল, মৃত্যুর মলিনতা তাহাকে একটুকু বিবর্ণ করিতে পারে নাই, কণ্ঠের প্রকোষ্ঠের ফুলমালা তেম্‌নি অম্লান। স্থবিরার মৃতদেহে মা যেন আবার কৈশোরের নববধূ রূপে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

সে দিন স্বামী, পুত্র পিতা বা ভ্রাতা কেহ তীর্থ-স্থলে তর্পণ করিবার জন্য তাঁহার সন্নিধ্যে ছিল না

বটে, কিন্তু নিখিল চিত্তের তর্পণ সলিল তাঁহার অমর আত্মার তৃপ্তির জন্য চিরদিন বর্ষিত হইবে।

শৃঙ্গের মঠ, শত শত শতাব্দীর ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করিয়া এখনো সগৌরবে মস্তক তুলিয়া শঙ্করাচার্য্যের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে, এখনো তাহার প্রতি পাষাণ গাত্র মা ভারতীর অতুল জ্ঞানের উজ্জ্বল অধ্যায় মুদ্রিত করিয়া রাখিয়াছে। এখনো নর্ম্মদা ও তুঙ্গভদ্রা তাহাদের উদার বারি বিস্তারে কলধ্বনি তুলিয়া ভারতীর পুণ্য নাম গাহিয়া যায়। কিন্তু আজ কত শত শতাব্দী অতীত হইল, মা ভারতীকে ত আর ফিরিয়া পাইলাম না। সে আশায় হে ভারতবর্ষ! কুহকী ভবিষ্যতের পানে চাহিয়া থাক।